Released
24-9-1943

লাক্রগেট হেয়ার ক্রীম

আপনাকে প্রিয়জনের কাছে পরিপাটি ও মনোহর করে তুলবে !

ম্যানুফ্যাকচারার্স লাক্রগেট কেমিক্যাল কো:

আপনাকে
প্রিয়জনের কাছে
পরিপাটি ও মনোহর
করে তুলবে !

সোল ডিষ্ট্রীবিউটস
আই, এ, মহাজের
এণ্ড কোং
পোষ্ট বক্স ঃ ৭৮৮ কলিকাতা
ফোন ঃ বড়বাজার ঃ ৪৬৬৩

জহরলালের
বেনারসী শাড়ী

আধুনিক ধরণের সিল্ক ও সুতি, শাড়ী ও পোষাকের অপূর্ব্ব সমাবেশ

জহরলাল পান্নালাল এণ্ড কোং

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা ঃ ঃ ব্রাঞ্চ—বেনারস ও অমৃতসর।

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেডের প্রযোজনায়

ফিল্ম করপোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়ার নব নিবেদন

পাপের পথে

ফিল্ম করপোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া ও কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিও-এ

আর, সি, এ, শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**প্রফুল্ল রায়**

সংলাপ—শচীন সেন গুপ্ত, গীতিকার—শৈলেন রায়, সুর শিল্পী—হিমাংশু দত্ত, নৃত্য-কল্পনা—সমর ঘোষ, চিত্র-শিল্পী—অজিত সেন গুপ্ত ও বিদ্যাপতি ঘোষ, প্রধান যন্ত্রী—মধু শীল, শব্দ যন্ত্রী—জগদীশ বোস ও যতীন দত্ত, রসায়নাগারাধ্যক্ষ—আর, বি, মেহতা ও শৈলেন ঘোষাল, সম্পাদনা—বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থির চিত্র-শিল্পী—বিশ্বনাথ ধর, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ—সুরেন চট্টোপাধ্যায়, সহকারী বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ—হেমন্ত বোস, রূপ সজ্জাকার—অভয় দে, আবহ সঙ্গীত—পরিতোষ শীল, রাজেন সরকার ও অমর দত্ত, শিল্প-নির্দ্দেশক—অর্জ্জুন রায় ও ভূপেন মজুমদার।

সহকারী ঃ

সংলাপ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—আশু ব্যানার্জ্জী, পরিচালনায়—বংশী আস্, ধীরেন ঘোষ ও অংশু মিত্র, চিত্র-শিল্পে—নির্ম্মল ঘোষ ও সুধীর বোস, শব্দ যন্ত্রে—অবনী ব্যানার্জ্জি, সত্য ব্যানার্জ্জি ও সত্যেন চ্যাটার্জ্জি, সম্পাদনায়—রবীন দাস, ব্যবস্থাপনায়—পূর্ণেন্দু চৌধুরী, হেরম্ব চক্রবর্ত্তী ও বিভূতি ব্যানার্জ্জি।

চরিত্র ঃ

জীবন গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, জ্যোতিঃপ্রকাশ, সাবিত্রী দেবী, জহর গাঙ্গুলী, হরেন মুখার্জ্জি, হরিমোহন বোস, মাষ্টার মিন্টু, রাজলক্ষ্মী, রেবা, ৺সত্য, ভুজঙ্গ, ফণী, অহি, অরুণা, তুলসী, বোকেন, কুমার, নীতিশ, গোরাচাঁদ, জীবেন, সন্তোষ, ডাঃ মন্মথ, বেনজামিন, কেনারাম, সুবল, প্রভাত, দেবু, বৃন্দাবন, নিত্যানন্দ, সরোজ, কাল্লু ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীযুক্ত রঞ্জন সেন "অজানা"

নিউ সাতগ্রাম কলিয়ারী (বোগরা) রাণীগঞ্জ

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

রাধারাণী মিউজিয়েম এণ্ড টয়েজ।

কাহিনী

ব্যাঙ্কের সামান্য কেরাণী—প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার। তবু সংসারে এতটুকু স্বচ্ছলতা নেই। দুধের দাম বাকী থাকে, বাড়ীওয়ালা প্রতিদিন এসে ভাড়ার জন্যে অপমান করে, ছেলে একটা খেলনার জন্যে বায়না ধরে পায়না। এমনই জীবন, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে নাম তার ধনপতি।

অভাব অনটনে বিপর্য্যস্ত, অপমান ও লাঞ্ছনার মর্ম্মবেদনায় পীড়িত তিক্ত ও বিরস মনের মাঝখানে যখন বার বার প্রশ্ন ওঠে, কেন এই দুর্ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন তখন অকস্মাৎ বন্ধুরূপে শয়তান এসে কাণে কাণে বলে দিল, সৎপথে সহজে যা পাওয়া যায়নি ছলে বলে ও কৌশলে তা কেড়ে নিতে হবে। পাপ ও পুণ্যের বিচার কে ও কবে কোথায় করবে বলে আজ তারই ভয়ে ও সঙ্কোচে কেন চলতে থাকবে এই হতভাগ্য জীবন। ধনপতির এক পরিচিত ডাক্তার তালুকদার জীবনের এই নূতন দিকটার নির্দ্দেশ করে দিল।

ব্যাঙ্কের সকলে চলে গেছে। ধনপতির তখনও কাজ শেষ হয়নি। আর একটি ঘরে তখনও রয়েছেন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। মদের গেলাস রয়েছে সামনে। পঙ্কজিনী বলে একটি নার্সের সঙ্গে তিনি টেলিফোনে প্রেমালাপ করতে তখন ছিলেন ব্যস্ত। ব্যাঙ্কের টাকা আয়রণ-চেষ্টে তুলে রেখে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এইবার যাবেন পঙ্কজিনীর সঙ্গে সিনেমায় এনগেজমেণ্ট রক্ষা করতে। টাকা তোলবার জন্যে ম্যানেজার টল্‌তে টল্‌তে উঠে আয়রণ-চেষ্টের কাছে এসেছেন এমন সময় হঠাৎ কে যেন ঘরের আলো নিভিয়ে দিল ও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে আক্রমণ করল তাঁকে। সেই রাত্রে পুলিশ তদন্ত করে দেখল, ব্যাঙ্কের ম্যানেজ্যার নিহত এবং ব্যাঙ্কের প্রচুর অর্থ অন্তর্দ্ধান করেছে। ধনপতির বাড়ীতে তার স্ত্রী মমতার কাছে সন্ধান নিয়ে পুলিশ জানল যে সে নিরুদ্দেশ।

এরপর দেখতে পাওয়া গেল একমুখ দাড়ি, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি একটি মানুষ কলিয়ারীঅঞ্চলের একটি হোটেলওয়ালার কাছে আশ্রয় খুঁজছে। পৃথিবীতে ঘটনার গতি বিস্ময়কর। হঠাৎ সেই হোটেলে সেখানকার কোন কলিয়ারীর মালিক মোহিনী বোসের চাকর ভাহুয়া সেই বিদেশী অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষটির কাছে এসে বললে, ছোটদাদা এতদিন তুই কোথায় ছিলি, তোর জন্যে ভেবে ভেবে দাদাবাবু যে সারা হয়ে গেল, তুই বাড়ী ফিরে চল্‌ ছোটদাদাবাবু! সেই লোকটি ভাহুয়ার নিকট হ'তে জানল, সেই নাকি মোহিনী বোসের নিরুদ্দিষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোহিনী বোস। লোকটির চোখে কি এক হিংস্র আলো জলে উঠল, আর অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে তুলল বাতাস।

ভ্রাতৃশোককাতর বৃদ্ধ মোহিনী বোস এই লোকটিকে নিজের ভাই বলে স্বীকার করে নিতে একটুও দ্বিধা করলেন না, আর সত্যই এই নবাগত মানুষটির সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট রোহিনী বোসের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ছিল। এতদিন পরে ভাইকে ফিরে পেয়ে তাঁর ব্যবসা ও সম্পত্তি রোহিনীর হাতে তুলে দিয়ে ভগ্নস্বাস্থ্য হাঁপানীর রোগী বৃদ্ধ মোহিনী বোস শয্যা নিলেন। সেই শয্যাই হ'ল তাঁর শেষ শয্যা। অবশ্য রোহিনী অনেক ঘটা করে কলকাতা হ'তে ডাক্তার আনাল, ডাক্তারের হাতে তুলে দিল অনেক অর্থ কিন্তু মোহিনীকে বাঁচাবার জন্য কি না জানিনা। কারণ, ডাক্তার ও রোহিনীর মধ্যে পরামর্শ শেষ হওয়ার পর দেওয়া হল একটি ইন্‌জেকসন্‌, এবং তৎক্ষণাৎ মোহিনী বোসের প্রাণবায়ু নির্গত হ'ল। ডাক্তার আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ডাক্তার তালুকদার—ধনপতির বন্ধু

পাপের পথে একবার পা দিলে, আর সহজে ফেরবার হয়তো উপায় থাকেনা। একটি পাপ ঢাকতে অসঙ্কোচে অগণিত অপরাধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। আত্মগোপন করে বাঁচবার জন্যে নানা জটিল ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না।

রোহিনীকে এরপর ঘন ঘন দেখতে পাওয়া যেতে লাগল ষ্টিভেডোর কেদারেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতে। বৃদ্ধ কেদারেশ্বর চৌধুরী রোহিনীর মত একজন অর্থশালী কয়লার খনির মালিকের আলাপ ব্যবহারে এত প্রীত ও মুগ্ধ হলেন যে রোহিনীর সঙ্গে তাঁর সুন্দরী কন্যা রাণী চৌধুরীর বিবাহ বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন।

রোহিণীও বোধ করি এই মতলব নিয়েই কেদারেশ্বর চৌধুরীর বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করছিল। আত্ম-গোপন করতে হ'লে সমাজে

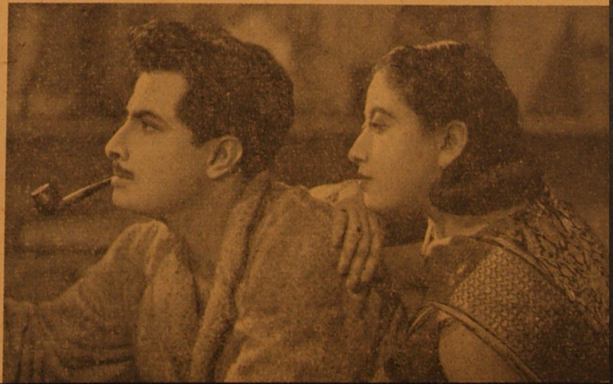

এমন একটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে সন্দেহ গিয়ে পৌঁছতে পারেনা। রোহিণী যদি আসল মানুষই হ'ত তাহলে এ সবের কোন দরকার ছিলনা। কিন্তু এ নকল রোহিণী তবে কে!

বিপদ হ'ল রাণী চৌধুরীকে নিয়ে। অলক বলে একটি দরিদ্র প্রতিভাবান চিত্র-শিল্পীকে রাণী তার হৃদয়-মন সবই সমর্পণ করেছে। কেদারেশ্বর এ কথা জানতেন কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন অলকের প্রতি তাঁর মেয়ের আকর্ষণ শুধু যৌবনের চোখের নেশা মাত্র আর তাঁর মেয়ে তাঁর অমতে কোন ব্যক্তিকেই স্বামীত্বে বরণ করে নিতে পারেনা।

কেদারেশ্বর তাঁর মেয়েকে ভুল বুঝেছিলেন। সেকথা জান্‌তে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। যেদিন রোহিণীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে তিনি মেয়ের কাছে উপস্থিত হ'লেন সেদিন রাণী কোন মতেই সম্মত হ'ল না। পিতা ও কন্যার মাঝখানে মনোমালিন্যের অশান্তি ঘনিয়ে উঠল।

রোহিণীর কাছে এ সংবাদ অজানা রইল না। রোহিণী অলককে রাণীর জীবন হ'তে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে নানা উপায় অবলম্বন করল; সে উপায়-গুলো যে সবগুলিই ভাল একথা বলা চলে না। কারণ অলককে সহজে যখন সরানো সম্ভব হ'ল না তখন রোহিণী ডাক্তার তালুকদারের সহায়তা গ্রহণ করল।

পুলিশ ধনপতির সন্ধানে ছিল। ধনপতির স্ত্রী মমতার কাছ হ'তে ধনপতির সম্বন্ধে তারা কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারে নি। ধনপতির অন্তর্দ্ধানের পর মমতাদের দুরবস্থার সীমা ছিলনা। মমতা আর তার ছোট ছেলে ইতিমধ্যে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে কেদারেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগ ধনপতির বন্ধু ডাক্তার তালুকদারের ক্লিনিকের ওপর কড়া নজর রেখেছিল, নার্স পঙ্কজিনীর ওপরেও তাদের দৃষ্টি ছিল খরতর।

রোহিণীর ব্যবহারের মধ্যে এতাবৎ কাল সন্দেহের কোন কিছু পাওয়া যায়নি। কিন্তু পুলিশের কাছে যখন ভৃত্য ভাজুয়া রোহিণীর যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করবার চেষ্টা করল তখন রোহিণীর রিভলবারের গুলিতে তাকে প্রাণ দিতে হ'ল। রোহিণীর জালিয়াতি প্রমাণ করবার শেষ সাক্ষীটিও বিদায় নিল। কিন্তু রাণী চৌধুরীকে পাওয়ার লোভ রোহিণীর কাছে দুর্দ্দমনীয়। পাপের পথের সর্ব্বনাশা আহ্বানে যে একবার চলতে সুরু করেছে হঠাৎ থেমে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার তালুকদারের হাতে একটি ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ, রোহিণীর হাতে উদ্যত রিভলবার। অসুস্থ অলক অজ্ঞান অবস্থায় অপারেশন-টেব্‌ল-এ পড়ে আছে। উদ্বিগ্ন রাণী চৌধুরী তার পাশে। রোহিণীর কপটতার মুখোস এখন খুলে গেছে। রাণী চৌধুরীকে সে জানিয়েছে যদি সে এখনি তার সঙ্গে চলে না যায় তাহলে এই বিষাক্ত ইন্‌জেকশন দিয়ে অলকের জীবনে শেষ যবনিকা টেনে দেওয়া হবে। প্রিয়তমের জীবন এবং আত্মবলিদানের সমস্যার মাঝখানে রাণী চৌধুরীর প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যখন মর্ম্মান্তিক হয়ে উঠেছে এমন সময়ে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে মমতা ও ধনপতির ছেলে, কেদারেশ্বর ও আরও অনেকে এসে পড়ল।

কে এই রোহিণী বসু—— সেই কথাই এরপরে রূপালী পর্দ্দার কাহিনীতে জানতে পারবেন।

ডিস্ট্রিবিউটার্স
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

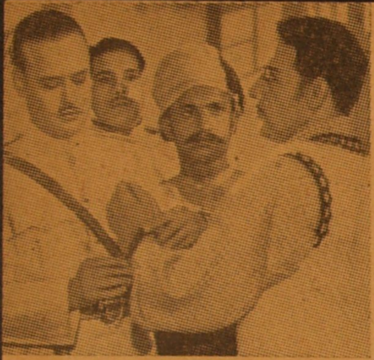

সঙ্গীত

এক

মমতা ঃ

ঘুম ঘুম ঘুম আয়
সুখের স্বপন করবি বপন
ঘুমের জোছনায়
ঘুম ঘুম ঘুম আয় !

স্বপন যেথা ফুলের ছাওয়া
সান্ত্বনারি বয়রে হাওয়া
মায়ের চুমায় যাদুর চোখে
ঘুমের পাখী গায় !

ভুলের পথে খোকন আমার
যায়না যেন হায় !

শান্তি চোরা বালুর চরে
যেন না তা'র চরণ পড়ে
মায়ের যে মন খোকন সোনার
শান্তি শুধু চায় ;
ঘুম ঘুম ঘুম আয় !

দুই

পঙ্কজিনী ঃ

আশা পাখী মোর তব নীড় খুঁজে হায়
প্রেমের স্বপনে নিজেরে হারাতে চায় !

তিন

ভিখারী ঃ

তা'রে বাঁধবি কেমন ক'রে
সুখপাখী হায় চপল পাখায়
সুযোগ পেলেই ওড়ে !
রয় সে যে হায় সোনার খাঁচায়
পাবার নেশায় মনকে মাতায়
আশার মুকুল স্বপ্নে রাঙায়
জাগলে সে যায় ঝরে ।

চার

মাতালদল ঃ

একটি পেয়ালা গোলাপী সরাব
একটি পেয়ালা ভাই
মশ্‌গুল করে এক লহমায়
মশ্‌গুল্ দুনিয়াই !
এক চুমুকেই ভবের ফকির
বাদ্‌শা কিংবা সাজে গো উজীর
ছেঁড়া চাটাইয়ের মস্‌নদে ব'সে
নবাবীর স্বাদ পাই !
হায়রে মানুষ হারাইয়ে হুঁস্
ব্যথা কি ভুলিতে চাও ?
শেরি স্যাম্পেন জনি ওয়াকার
প্রাণ খুলে তবে খাও !
ডগমগ হিয়া স্বপনে উছল
চরণ-তরণী সদা টলমল
এক পা বাড়ালে স্বর্গের সিঁড়ি
সে ত' আর দূরে নাই !

পাঁচ

আলোক ও রাণী ঃ

মধুকর স্বপনে জাগি
কী বাণী কয় ?
নয়, নয়, নয় !
গোলাপের সে কথা যে রে
অজানা নয় !
চকোরীর নয়ন নীরে
কি ব্যথা ফিরে ?
হায়, হায়, হায় !
ওগো চাঁদ যেয়োনা ধীরে
বিদায় তীরে !
নয়নের মিনতি মাঝে
কী জেগে রয় ?
প্রেমে নাহি ক্ষয় ;
মনোময় মাধুরী সে যে মুরতি লয় !

ছয়

আলোক, রাণী, সুপ্রকাশ ঃ

পাহাড়ের বাঁকা পথ আকাশের নীল গায়
যাত্রীরে ডেকে বলে এই পথে আয় আয় আয় !

হেথা আছে ভালোবাসা হেথা আছে
আলো আশা
মন বনানীর মাঝে মন হেথা মন শুধু পায় !

শৈলের শ্যামাপাখী ডাক্ দিয়ে গায় যে রে গান
মন নিঝরের সুরে ঝরণার ঝ'রে পড়া তান !

রাঙা স্বপনের দেশে হেথা ফাল্গুনী মেশে
রডডেনড্রনগুলি ধূলি আর কঙ্কর ছায় !

কামনার বনপাখী মনবনে গাহে আজি গান
হৃদয় জয়ের তীরে হৃদয়ের হোক্ বিনিময় !

জীবনের প্রেমদ্বারে সাড়া দিল যদি আজি প্রাণ
পথ কণ্টকগুলি ফুলে ফুলে হোক্ মধুময় !

আকাশের স্পর্শ যে এখানে মাটিরে আহা চায়
দুর্লভ হর্ষ যে এইখানে মেলে জানি হায়,

আলোর ভ্রমর হেথা ফুল পায় যেথা সেথা
স্বপনের রামধনু এইখানে আঁকা শুধু যায় !

সাত

ভিখারী ঃ

ওরে ভাঙন বালুর চরে
দুঃখ পাখীর কান্না করুণ
অঝোর হ'য়েই ঝরে !

ফুল ফোটা নাই ফল ধরা নাই
আছেই কেবল হারাই হারাই
দীপ জ্বালালেই দীপ নেভে তাই
দুখের আঁধার ঘোরে !

তা'রে বাঁধবি কেমন ক'রে
সুখপাখী হ'য়ে চপল পাখায়
সুযোগ পেলেই ওড়ে !

আট

রাণী ঃ

তোমার আমার মাঝখানে জানি জানি
হৃদয়ের কবি রচে বিরহের বাণী !

তুমি আর আমি দুই তীরে হায়
বিরহ যমুনা মাঝে কেঁদে যায়
কেন দূরে বেঁধে মিলনের সেতুখানি !

নয়

রাণী ঃ

অন্তরে তুমি বাহিরে কেন এ বাধা
মিলনের কূলে বিফল বিরহ সাধা !
নীড় বাঁধি মোরা তবু নীড়ছাড়া
কূল আছে তবু মোরা কূলহারা
আলোর ভুবনে কে দিল আঁধার আনি !
কেন দূরে !

দশ

নর্ত্তকী ঃ

দিল্ সাহারায় ফোটাবে কে ফুল
ফোটাবে গুলিস্তান্
আঙুর চোয়ানো রঙীন্ সিরাজী
করুক্ সে আগে পান !
স্বপ্নের দেশে বুল্‌বুলি হায়
রঙীন নেশায় মন যে রাঙায়…… !

এগার

নর্ত্তকী ও মাতালদল ঃ

তুমি তুমি তুমি মোর যারে আমি চাই !
প্রাণে প্রাণে গানে গানে এলে কি গো তাই !
ভালোবাসি, ভালোবাসি, সে তো নহে ভুল
মন ভ্রমরের লাগি আমি ফোটা ফুল
আঁখি পরে রাখো আঁখি
প্রাণে কাঁদে প্রাণ পাখী,
বাহুডোরে বাঁধো মোরে ব্যথা ভুলে যাই !

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি. এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রোগ্রাম পুস্তক মূল্য ৵০ দুই আনা।